Bangali:Layout 1 02/11/11 2:51 PM Page 1

আরক্ষা/পুলিশ কর্মচারীবৃন্দের জন্য মানব অধিকারের বিভিন্ন প্রবহনের উপর পথ নির্দেশিকা

জাতীয় মানব অধিকার কমিশন

Bangali:Layout 1 02/11/11 2:51 PM Page 2

আরক্ষা/পুলিশ কর্মচারীবৃন্দের জন্য মানব অধিকারের বিভিন্ন প্রবহনের উপর পথ নির্দেশিকা

জাতীয় মানব অধিকার কমিশন
ফরিদকোট হাউস, কপারনিকাস মার্গ
নতুন দিল্লী-১১০ ০০১

Bangali:Layout 1 02/11/11 2:51 PM Page 3

Guidelines for Police Personnel on Various Human Rights Issues in Bengali

First Edition: 10 December 2010
© 2010 National Human Rights Commission

National Human Rights Commission
Faridkot House, Copernicus Marg, New Delhi-110 001

Printed at : Shri Ganesh Associats
C-83/11, Street No.-7, Mohanpuri, Moajpur, Delhi-110 053

আধেয় বস্তু বা বিষয়

ক্রমাংক	অধ্যায়	পৃষ্ঠা সংখ্যা
	ভুমিকা (মুখবন্ধ)	1-3
1.	আইন বলে গ্রেফতার	4-9
2.	আটক বন্দীত্ব	10-12
3.	মহিলাদের নিরাপত্তা	13-15
4.	শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের নিরাপত্তা	16-19
5.	অধিকার সমূহের সংরক্ষণ অনুসূচিত জাতি/উপজাতি সকলের	20-22
6.	সংরক্ষণ বরিষ্ঠ নাগরিকের অধিকারের	23-24
7.	সংরক্ষণ সংখ্যালঘুর অধিকারের	25-27
8.	কষ্টকৃত/চুক্তিবদ্ধ বা শর্তাবদ্ধ শ্রমিক এবং কূটনীতি বা পুলিশগিরি	28-30
9.	অপ্রত্যাশিতভাবে সম্মুখীন হওয়া	31-33
10.	সন্ত্রাসবাদ/আতঙ্কবাদ এবং পুলিশগিরি	34-37

ভুমিকা (মুখবন্ধ)

জাতীয় মানব অধিকার কমিশন (এন.এইচ.আর. সি) গভীরস্তরে বিবেচনা করে যে শান্তি-শৃঙ্খলা, আইনরক্ষা এবং মানব অধিকার সংক্রান্ত বিচার্য্য বিষয় হইতেছে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রের জন্য তদুপরি নাগরিকগণের জন্য।

পুলিশ বাহিনীর কর্ত্তব্য, প্রাথমিক ভাবে জনসাধারণের অধিকার সুরক্ষা করিবার প্রতি নির্দ্দেশিত হইয়াছে এবং ইহা ফলপ্রসু ভাবে অর্জ্জন করা যায় যখন পুলিশ কর্ম্মচারীগণ সুনির্দ্দিষ্ট মানব অধিকার এর সুস্পষ্ট ধারণা রাখে। তাঁহাদের কর্ত্তব্যের নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির দ্বারা পুলিশ কর্ম্মচারীগণ আচরণ করিবেন অপরাধের দ্বারা ভুক্তভোগী জনসাধারণের সহিত, যাহারা আইনের সহিত সংঘর্ষশীল। সেই কারণে পুলিশ অবশ্যই সংবেদনশীল হইবে ব্যক্তি অধিকারের বিশেষ করে সমাজের প্রান্তীয় শ্রেণীর প্রতি, কর্ত্তব্যরত কালে তাঁহাদের সহিত মর্য্যাদাপূর্ণভাবে আচরণ করিবে।

আয়োগ সিদ্ধান্ত লইয়াছে প্রকাশিত করিতে এই পুস্তিকা, বিভিন্ন মানব অধিকার বিচার্য্য বিষয় এর উপর পথ প্রদর্শক হিসাবে, পুলিশ

কনষ্টেবলদের জন্য। যাহারা আমাদের পুলিশ বাহিনীর বৃহত্তম অংশ। প্রায়শই তাঁহারা মানব অধিকার রক্ষার সর্ব্বপ্রথম রক্ষকের ভূমিকায় নিজেদের অবস্থান খুঁজে পায়। এই পুস্তিকার লক্ষ্য তাঁহাদের করণীয় কাজ সন্তুষ্টির সহিত সম্পাদন করিতে সাহায্য করা।

বর্ত্তমানকালে পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার, অপরাধ দমনের পরীক্ষা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করিবার পরিধির অনেক বাহিরে। তাঁহারা কেবলমাত্র মৌলিক মানবিক অধিকার হিসাবে মানুষের জীবন এবং সম্পত্তি রক্ষা করিবে না, অধিকন্তু আশা করা হয় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ব্যাপারে যাহা উদ্দেশিত হয় সমাজের সংখ্যালঘু, দরিদ্র শ্রেণীর এবং মহিলাদের প্রতি বিষমভাব দুরীভূত করিবে।

বৃহত্তর দর্শনানুপাতে মানুষের প্রতি সম্মান কেবলমাত্র এক অধিকারের প্রশ্ন নয় বাস্তবে ইহা পুলিশ বাহিনীকে আইন বলবৎ করিতে সাহায্য করে।

এই পথনির্দ্দেশিকা আয়োগ দ্বারা প্রকাশিত হওয়ায় বিশেষ করে ব্যবহার যোগ্য হইবে কনষ্টেবলদের জন্য যাহারা আমাদের পুলিশ বাহিনীর বৃহত্তম অংশ এবং প্রায়শই নিজেদের প্রথম সারির মানব অধিকার রক্ষার ভূমিকায় উপস্থিত হইতে হয়। এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য

কার্য্যকরীভাবে তাঁহাদের কার্য্য সম্পাদন করিতে সাহায্য করে।

আয়োগ খুশী হইবে এন. এইচ. আর. সি এর অধিকারীনী ডঃ অপর্ণা শ্রীবাস্তব এর প্রচেষ্টা দ্বারা আধেয় বিষয় মনোনীত করিবার এবং তদনুরূপ শুরুর কয়েক অধ্যায় পরিচ্ছেদ লিখিবার জন্য ধন্যবাদের সহিত তারিফ লিপিবদ্ধ করিতে। অনুসন্ধান বিভাগের অধিকারীগণ অন্যান্য অধ্যায় লিখিতে সাহায্য প্রদান করেন। এই প্রকল্প সতিন্দর পাল সিং, আই. পি. এস, ডি. আই. জি. ; এন. এইচ. আর. সি. এর তত্বাবধানে এবং শ্রী সুনীল কৃষ্ণ আই. পি. এস., মহানির্দেশক (অনুসন্ধান) এর সর্ব্বোপরি নির্দেশ লওয়া হইয়াছে।

তারিখ : ১০ই ডিসেম্বর, ২০১০

পি. সি. শর্মা
সদস্য
জাতীয় মানব অধিকার কমিশন

অধ্যায়/পরিচ্ছেদ-১
আইন-বলে গ্রেপ্তার

আইন, ক্ষমতাপ্রদান করে পুলিশকে কিছু নিশ্চিত পরিস্থিতিতে সাধারণকে গ্রেপ্তার করিতে, এবং ইহার জন্য বল প্রয়োগ করিতে, যদি প্রয়োজন হয়।

বিশ্লেষণ প্রমাণ করে যে প্রতিরোধক গ্রেপ্তার এবং সামান্য অপরাধ এর জন্য গ্রেপ্তার সংখ্যা সঙ্গতি-সম্পন্নরূপে অনেক বেশী, শতকরা হার হিসাবে বিচারাধীন কারাগার-বন্দীর সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বেশী এবং তাঁহাদের বহুলাংশ কারাগারে, কারণ তাঁহারা জামিন-আবেদন এবং জামিনদার সরবরাহ করিতে অক্ষম।

গ্রেপ্তার এবং হাজতে আটকে রাখা, অপরিমিত ক্ষতি সাধন করে, ব্যক্তির যশ ও সুনামের প্রতি। দুর্ভাগ্য-বশতঃ আমাদের ব্যবস্থায় জনসাধারণের ক্ষতি পূরণের কোনও বিধান নাই, যাঁহারা অযথা গ্রেপ্তার হন।

(১) অনুচ্ছেদ-৪৬, সি আর পিসি এর।
(২) ভারতের বিধি আয়োগ এর উপদেশ মূলক কাগজাত, গ্রেপ্তার সম্পর্কিত আইনের উপর, নভেম্বর-২০০০।

কর্ত্তব্য (করিবে)

১. নিশ্চিত করিবে যে কোনও ব্যক্তি স্ত্রী অথবা পুরুষ এর বেঁচে থাকার অধিকার অথবা ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হইবে না আইনের দ্বারা স্থাপিত পদ্ধতি বিনা (অনুচ্ছেদ-২১, ভারতীয় সংবিধান)

২. নিশ্চিত করিবে যে পুলিশ অধিকারী (কর্ম্মচারী), গ্রেপ্তার কার্য্যকর করিতে নিজের পরিচয় স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিবে, নামাঙ্কিত ও পদ-নির্দ্দেশত ধাতুর চাদর দ্বারা। (গ্রেপ্তারের পথনির্দ্দেশক ও নিয়ন্ত্রণ ডি. কে. বসু বনাম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, এ. আই.আর ১৯৯৭ সর্ব্বোচ্চ আদালত-৬১০)

৩. নিশ্চিত করিবে যে গ্রেপ্তারিত ব্যক্তিকে সূচিত করা হইয়াছে, সম্পূর্ণ বিবরণ ও গ্রেপ্তারের কারণ জানাইয়া (অনুচ্ছেদ-২২, ভারতীয় সংবিধান)

৪. নিশ্চিত করিবে গ্রেপ্তারিত ব্যক্তির শুভাকাঙ্খী অথবা স্বজন ব্যক্তিকে, গ্রেপ্তার সম্পর্কে তথ্য ও স্থান নির্দেশ যেখানে ব্যক্তিকে (স্ত্রী অথবা পুরুষ) আটকাইয়া রাখা হইয়াছে, জানাইয়া [পরিচ্ছেদ/অধ্যায় ৫০-এ (১)সি আর, পিসি]

৫. নিশ্চিত করিতে যে, গ্রেপ্তার বিষয়ক তথ্য এবং ব্যক্তিকে যে তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে, ইহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, পুলিশ ফাঁড়িতে রাখা হইয়াছে এমন, কার্য্যাদির জন্য আখ্যা দেওয়া নিবন্ধগ্রন্থে। [পরিচ্ছেদ/অধ্যায় ৫০-এ (৩)সি আর, পিসি]

৬. নিশ্চিত করিতে যে, গ্রেফতার করিবার সময় গ্রেফতারিত ব্যক্তির শরীরের উপর যদি কিছু ক্ষত পাওয়া যায়, ইহা বিশিষ্ট স্বতন্ত্রতার সহিত গ্রেফতার স্মারকে নির্ধারিত করিবে এবং গ্রেফতারিত ব্যক্তির চিকিৎসা জনিত পরীক্ষা নিরীক্ষা করিবে।

৭. নিশ্চিত করিতে যে, সূর্য্যাস্তের পর হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কোনও মহিলা গ্রেফতারিত না হয়, বিরল অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যতিরেকে। [পরিচ্ছেদ/অধ্যায় ৪৬(৪) সি আর পি সি]

৮. নিশ্চিত করিতে যে কোনও মহিলার গ্রেফতার কার্য্যকরী করিবার সময় মহিলা পুলিশ অধিকারী বা কর্ম্মচারী অনুষঙ্গী করা হইয়াছে। (পরিচ্ছেদ/অধ্যায় ৪৬(৪) সি আর পি সি)

৯. নিশ্চিত করিতে যে, কোনও বলপ্রয়োগ অথবা প্রহার করা হয় নি যে কোনও পরিস্থিতিতেই, কোনও শিশু ও অল্পবয়স্ক এর

গ্রেফতার কার্য্যকরী করিতে। শ্রদ্ধেয় নাগরিকদের অনুষঙ্গী করা যেতে পারে শিশু এবং অল্প বয়স্কদের গ্রেফতার করিবার সময়।

১০ গ্রেফতারিত হচ্ছে এমন ব্যক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করা হইবে। জনসমক্ষে প্রদর্শন করান অথবা গ্রেফতারিত ব্যক্তিকে সাড়ম্বারে জনসমক্ষে ভ্রমণাদি করান কোনও প্রকারেই অনুমোদিত নহে।

১১. গ্রেফতারিত হচ্ছে এমন ব্যক্তির খানাতল্লাস, অবশ্যই ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদার প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধার সহিত, করিতে হইবে। অযথা বলপ্রয়োগ পরিহার করা উচিত এবং সতর্কতা নেওয়া উচিত হবে গোপনীয়তার অধিকারের উপর। মহিলার খানাতল্লাসী করা উচিত হইবে কেবলমাত্র অন্য একজন মহিলার দ্বারা, শোভনতার প্রতি যথাযথ উচ্চ মর্য্যাদার সহিত। (পরিচ্ছেদ/অধ্যায় ৫১(২) সি আর পি সি)

১২. যদি কোন ব্যক্তি গ্রেফতারিত হয় জামিনে খালাসযোগ্য অপরাধের জন্য, পুলিশ অধিকারী/কর্ম্মচারীর উচিৎ, তাহার জামিনে মুক্ত হওয়ার দাবী করার উপযুক্ততা তাহাকে জ্ঞাত করান, যেহেতু সে তাহার জামিনদার জোগাড় করে।

১৩. গ্রেফতারের খবর, আটক-বন্দিত্বের স্থান, গ্রেফতার

কার্য্যকরী করা হইয়াছে সেই পুলিশ কর্ম্মচারী/অধিকারী দ্বারা, কোনও কালক্ষেপ না করিয়া পুলিশ নিয়ন্ত্রণ-কক্ষে এবং জিলা/রাজ্য মুখ্যালয়ে সংবাদ প্রদান করা উচিত।

অকর্ত্তব্য (করিবে না)

কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবে না কোনও পূর্ব্বাভাস দিয়া বিনা, যদি না যুক্তিপূর্ণ সন্তুষ্টি থাকে, হইয়াছে এইরূপ তদন্ত এর ভিত্তিতে ব্যক্তির সম্বন্ধে, বিচারালয়-এর দৃষ্টির অন্তর্গত অপরাধে জড়িত এবং সেইজন্য তাহার (স্ত্রী বা পুরুষ) গ্রেফতার প্রয়োজন (পরিচ্ছেদ/অধ্যায় ৪১ সি আর পি সি)

২. কোনও ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিবে না, যদি না অপরাধের ঘটনা করণ অন্যথায় পূর্ব্বাহ্ণেই প্রতিরোধ করা যায় (পরিচ্ছেদ/অধ্যায় ১৫১ সি আর পি সি)

৩. অত্যন্ত প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোনও বলপ্রয়োগ করা হইবে না গ্রেফতারিত ব্যক্তিকে সংযত করিতে। (পরিচ্ছেদ/অধ্যায় ৪৯ সি আর পি সি এবং অনুচ্ছেদ ২১ ভারতীয় সংবিধান এর)

৪. পুলিশ ফাঁড়িতে তলব করিবে না কোনও মহিলাকে অথবা ১৫ বছর বয়সের নীচে কাহাকেও, কোনও মামলায় জড়িত। এইরূপ কোনও ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করা যেতে পারে পুলিশ অধিকারী দ্বারা কেবল মাত্র ঐরূপ মহিলা/অপ্রাপ্ত বয়স্ক এর বাসস্থানে (পরিচ্ছেদ/অধ্যায় ১৬০(১) সি আর পি সি)

৫. কোনও গ্রেফতারিত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার বেশী আটকাইয়া রাখিবে না, শাসকের অভিব্যক্ত আদেশ বিনা (পরিচ্ছেদ/অধ্যায় ৫৭ সি আর পি সি)

৬. ব্যবহার করিবে না হাত-কড়া অথবা পায়ের জন্য লৌহ নির্ম্মিত শৃঙ্খল ধৃত ব্যক্তির উপর যদি না ইহার কারণ লিপিবদ্ধ করা হয় এবং ন্যায়ালয়ের আদেশ প্রাপ্ত করা হয় এইরূপ ব্যবহার করিবার জন্য।

অধ্যায় (পরিচ্ছেদ)-২
আটক বন্দীত্ব

ইহা জরুরী বোধগম্য করিতে, যে কোনও ব্যক্তি পুলিশ-দ্বারা বিলম্বিত হইতেছে যেহেতু জিজ্ঞাসাবাদের জন্য, ব্যক্তিগত, পরিচয়ের সত্যখ্যান করিবার উদ্দেশ্যে বিশুদ্ধ সুরাসারের মাত্রা পরীক্ষা করিতে ইত্যাদি, পুলিশ হাজতে হইতেছে, সেইহেতু রাজ্য/রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে হইতেছে। ইহা রাজ্য/রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিশ্চিত করিতে যে ইহার জিম্মায় সমস্ত ব্যক্তির মানব অধিকারের সুরক্ষা।

করিবে (করা উচিৎ)

১. নিশ্চিত করিবে যে, কোনও ব্যক্তিকে লিখিত আদেশ পাঠানো হইয়াছে, যাহার পুলিশ ফাঁড়িতে আসার দরকার হইতে পারে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার উদ্দেশ্যে। (পরিচ্ছেদ/অধ্যায় ১৬০(১) সি আর পি সি)

২. নিশ্চিত করিবে যে, কোনও ব্যক্তির, পুলিশ দ্বারা বিলম্বিত, হইতেছে, পরিবারের সদস্য অথবা বন্ধু/শুভাকাঙ্খী অবহিত হইয়াছে বিলম্বিত এর অবস্থান সম্পর্কে।

৩. নিশ্চিত করিবে যে, যখনই কোনও ব্যক্তি পুলিশ ফাঁড়িতে বিলম্বিত হইতেছে, সাধারণ দিনলিপিতে যথাযথ লিপিবদ্ধকরণ করা হইয়াছে।

৪. নিশ্চিত করিবে তৎপর রোগ-চিকিৎসা পরিচর্য্যা, পুলিশ দ্বারা বিলম্বিত যে কোনও ব্যক্তির, ক্ষেত্রবিশেষে যে রূপ প্রয়োজনীয়তা উদ্ভুত হয়।

৫. সকল বিলম্বিতের প্রতি আচরণ করিবে মর্য্যাদা সহকারে, যেমন মনুষ্যের প্রতি প্রাপ্ত।

অকর্তব্য (করিবে না)

১. কোনও ব্যক্তিকে, বন্দিত্ব অবস্থায়, মখাপেক্ষী করিবে না। অত্যাচার এর অথবা কোনো নিষ্ঠুর অমানবিক অথবা সম্মানহানি জনক আচরণ অথবা শাস্তির।

২. ব্যক্তিকে বাধ্য করিবে না, বন্দিত্ব অবস্থায়, স্বীকার করিতে অন্যথায় নিজেকে (স্ত্রী বা পুরুষ) অভিযুক্ত বা দোষারোপ করিতে

অথবা অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিধিমত শপথাদি গ্রহণপূর্ব্বক সত্য বলিয়া ঘোষণা করিতে।

৩. জিজ্ঞাসাবাদের নামে কাহাকেও অতি প্রসারিত সময়ের জন্য বিলম্বিত করিবে না, যেহেতু ইহা হয়রানির সামিল হইতে পারে এবং পরিণামে ''ত্রুটিপূর্ণ বিলম্বিত'' এর রূপ ধারণ করিতে পারে।

অধ্যায় (পরিচ্ছেদ) ৩
মহিলাদের নিরাপত্তা

ভারতীয় সংবিধান মহিলাদের প্রতি সমকক্ষতার নিশ্চয়তা প্রদান করে। মহিলাদের বিরূদ্ধে অপরাধ সর্ব্বদাই এক গুরুত্বপূর্ণ বিতর্কের / বিচার্য্য বিষয় হিসাবে প্রতীয়মান হইয়াছে, ভারতীয়-বিধি প্রয়োগের ব্যাপারে।

কর্ত্তব্য (করিবে)

১. নিশ্চিত করিবে যে, মহিলার খানা-তল্লাসী কেবলমাত্র অন্য একজন মহিলার দ্বারাই করা হইবে, ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং শালীনতার প্রতি কঠোর সম্মান/শ্রদ্ধার সহিত। (পরিচ্ছেদ/অধ্যায় ৫১(২) সি আর পি সি)

২. নিশ্চিত করিবে যে, একজন মহিলা সন্দেহভাজনকে পুলিশ ফাঁড়ির আলাদা ঘরে বা কামরায় হাজত-তালাবদ্ধ করা হইয়াছে। (সর্ব্বোচ্চ ন্যায়ালয় বিচারাদেশ; শীলা বরসে বনাম রাজ্য মহারাষ্ট্র)

৩. সর্ব্বসাকূল্যে ১, ৮৫, ৩১২ অপরাধের ঘটনা এর মহিলাদের বিরুদ্ধে (উভয় আই. পি. সি. এবং এস. এস. এল এর অধীনে) বিবরণ পেশ করা হইয়াছে সারাদেশ ভর ইংরাজী ২০০৭ সালে।

৪. পরিচ্ছেদ অধ্যায় ৫, মহিলা নিরাপত্তা /সংরক্ষণ অধিনিয়ম আভ্যন্তরীন যৎপরোনাস্তি জোরালতা, তীব্রতা, প্রচণ্ডতা ও হিংস্রতা।

৩. যতটা সম্ভবপর ভাবে, একজন মহিলার গ্রেফতার কার্য্যকরী করিতে একজন মহিলা-পুলিশ অধিকারী সহযোগী অংশীদার হইবে। (পরিচ্ছেদ / অধ্যায় ৫১ (২) সি আর পি সি)

৪. বিবরণ পেশ করিবে ফাঁড়ির-নিবাসী অধিকারী (অধিকর্তা) কে যদি কোনও আভ্যন্তরীন যৎপরোনাস্তি জোরালতা, তীব্রতা, উগ্রতা, প্রচণ্ডতা ও হিংস্রতা নিজের নজরে/জ্ঞাতে আসে।

৫. সহানুভূতিশীল হইবে অপরাধের শিকার মহিলার প্রতি ; বিশেষভাবে নারীধর্ষন ও বলাৎকারের ; এবং তাঁহাদের গোপনীয়তার প্রতি যথার্থ মর্য্যাদা/সম্মান দিবে।

৬. আভ্যন্তরীন যৎপরোনাস্তি জোরালতা, তীব্রতা, উগ্রতা, প্রচণ্ডতা ও হিংস্রতার ঘটনায় জ্ঞাত করাইবে দুঃখিত ব্যক্তিকে (মহিলা) তাহার অধিকার সম্পর্কে, শান্তি / উপশম পাইতে /করিতে বিপদ বা ক্ষতি জনিত আক্রমন হইতে প্রতিরক্ষা এর আদেশের দ্বারা।

অকর্ত্তব্য (করিবে না)

১. তলব করিবে না কোনও মামলার সহিত জড়িত কোন মহিলাকে, পুলিশ ফাঁড়িতে । কোনও মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা

যেতে পারে কেবলমাত্র তাঁর বাসস্থানে। [পরিচ্ছেদ/অধ্যায় ১৬০(১) সি আর পি সি]

২. কোনও মহিলাকে গ্রেফতার করিবে না, সূর্য্যাস্তের পর হইতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ে ; অসাধারণ, ব্যতিক্রমী, বিরল ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি ব্যাতিরেকে। [পরিচ্ছেদ/অধ্যায় ৪৬(৪) সি আর পি সি]

অধ্যায় (পরিচ্ছেদ) ৪
শিশু ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের নিরাপত্তা

ভারতীয় সংবিধান ভাগ ৩ (তিন) (মৌলিক অধিকার)এবং ভাগ ৪ (চার) নির্দেশক রাষ্ট্রনীতি নিয়ম বা প্রণালী অন্তর্নিহিত করে উপায় টিকিয়া (উদ্বর্তিত) থাকার, বৃদ্ধি সাধন/অগ্রসর হওয়া এবং শিশু (অপ্রাপ্তবয়স্কের)এর সংরক্ষণ; তরুণ-সুলভ বিচার (প্রযত্ন এবং সংরক্ষণ শিশু/অপ্রাপ্তবয়স্কের) অধিনিয়ম-২০০০ ভবিষ্যতের ব্যবস্থা করে একটা সর্ব্বসমান বিচারের পরিকাঠামো (বিধিকাঠামো) দেশের সর্বত্র ১৮ বছর পর্য্যন্ত বয়স্ক বালক বালিকাদের জন্য।

কর্ত্তব্য (করিবে)

১. শিশু/অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সহিত নম্র ব্যবহার করিবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করিবে যখন সম্প্রদায়গত পোষাক পরিহিত অবস্থায়।

২. যদি একটি শিশু বা অপ্রাপ্ত বয়স্ককে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয় ; তাহাকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবে এমন এক স্থানে, যেখানে সে সাধারণতঃ বসবাস করে। (পরিচ্ছেদ / অধ্যায় ১৬০ সি আর পি সি)

৩. নিশ্চিত করিতে যে, যখনই কোনও তরুণ-সুলভ বালক-বালিকা আইনের সহিত সংঘাত-রহিত বলিয়া পুলিশ আশঙ্কা করে, তখনই তাহাকে বিশেষ তরুণ-সুলভ পুলিশ একক এর অথবা মনোনীত পুলিশ অধিকারীর অধীনে রাখিবে। [পরিচ্ছেদ/অধ্যায়-১০, তরুণ-সুলভ বিচার প্রযত্ন এবং সংরক্ষণ অধিনিয়ম-২০০০]

৪. গ্রেফতারের ব্যাপারে, সত্যাখ্যান করিবে তরুণ-সুলভ বালক-বালিকার বয়স, পরবর্ত্তী কার্য্য-ক্রিয়া নির্দ্ধারণ এর পূর্ব্বে।

৫. নিশ্চিত করিবে যে, গ্রেফতারের ব্যাপারে তরুণ-সুলভ বালক বালিকাকে তরুণ-সুলভ বিচারালয়ের সম্মুখে স্থাপন করা হইয়াছে বিনা কালক্ষেপ এ। কোনও কারণেই সময় ২৪ ঘণ্টার বেশী লাগানো উচিৎ নয়। [অনুচ্ছেদ/অধ্যায় ৫৭ সি আর পি সি]

৬. তরুণ-সুলভ বালক-বালিকাদের নিযুক্তি কারখানায়, খনিতে এবং বিপজ্জনক-ঝুঁকিপূর্ণ নিযুক্তি এর কঠিন নিষেধ। (অনুচ্ছেদ-২৪, ভারতের সংবিধান)। সনাক্ত করিবে এবং বিবরণ পেশ করিবে এমন কোনও ঘটনার, সম্বন্ধিত বিধি-সম্মত ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিত্বের নিকট। [পরিচ্ছেদ/অধ্যায়-৩, শিশু/অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমজীবি নিষেধ এবং নিয়ন্ত্রণ অধিনিয়ম-১৯৮৬]

৭. কার্য্য-ধাপ লইবে শিশু/অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাকে মুক্ত করিতে, যদি তাহাকে কোথাও বন্দী-দশায় রাখা হইয়াছে [বি.এল.এস (এ) অধিনিয়ম-১৯৭৬]

৮. হিন্দু-বিবাহ অধিনিয়ম ১৯৫৫ দ্বারা শিশু/অপ্রাপ্ত-বয়স্ক বালক-বালিকার বিবাহ নিষিদ্ধ। কার্য্য-ধাপ লইবে ইহা নিরোধের জন্য।

অকর্ত্তব্য (করিবে না)

১. তলব করিয়া লইবে না পুলিশ ফাঁড়িতে, কোনও স্ত্রী-অপ্রাপ্ত বয়স্ককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য (পরিচ্ছেদ / অধ্যায় ১৬০, সি আর পি সি)

২. তলব করিয়া লইবে না পুলিশ ফাঁড়িতে, কোনও পুরুষ-শিশুকে ১৫ বছর বয়সের নীচে, জিজ্ঞাসাবাদ করিবার জন্য। (পরিচ্ছেদ / অধ্যায় ১৬০, সি আর পি সি)

৩. রাখিবে না কোনও তরুণ-সুলভ বালক-বালিকাকে পুলিশ-হাজত তালাবন্ধ ঘরে। (পরিচ্ছেদ / অধ্যায় ১৮; তরুণ-সুলভ বিচার অধিনিয়ম-১৯৮৬)

৪. গ্রেফতার করিবেনা কোনও শিশুকে ৭ বছর বয়সের নীচে।

৫. প্রকাশ করিবে না অভেদ/একত্ব ; গ্রেফতারিত তরুণ-সুলভ বালক-বালিকার, সংবাদ-মাধ্যম প্রচার সংস্থার নিকট।

৬. করিবে না অভিযুক্ত, কোনও তরুণ-সুলভ বালক-বালিকাকে প্রাপ্ত-বয়স্কের সহিত একত্রিত ভাবে, যদিও একই অপরাধের জন্য।

❖❖❖

৫. কিছুই নয় অপরাধ, যাহা করা হইয়াছে, ৭ বছর বয়সের নীচে এক শিশুর দ্বারা (এস-৮২, আই পি সি)

অধ্যায় (পরিচ্ছেদ) ৫
অধিকার সমূহের সংরক্ষণ
অনুসূচিত জাতি/উপজাতি সকলের

অনুসূচিত জাতি/ উপজাতি সকল একত্রিতভাবে অন্তর্ভূক্ত করে ভারতের জনসংখ্যার ২৪ প্রতিশতেরও বেশী; সহিত অনুসূচিত জাতি ১৬ প্রতিশতেরও বেশী এবং অনুসূচিত উপজাতি ৮ প্রতিশতেরও বেশী ; ২০০১ সালের জনগণনা অনুসারে।

অনুসূচিত জাতি এবং উপজাতি সকল (বর্ব্বর দুষ্কার্য্য, নৃশংসতা, দারুণ নিষ্ঠুরতা প্রতিরোধ) অধিনিয়ম ১৯৮৯; হইতেছে একটা বিশেষ বিধান সংযত করিতে এবং প্রতিরোধ করিতে অপরাধ সকল ; ঘটিত হইতেছে অনুসূচিত জাতি এবং উপজাতি সকলের বিরুদ্ধে।

কর্ত্তব্য (করিবে)

১. অনুসূচিত জাতি/উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের সহিত আচরণ করিবে, আইন সমীপে, সমানভাবে।

২. জ্ঞাত করাইবে সম্বন্ধিত পুলিশ ফাঁড়ির ভারপ্রাপ্ত অধিকারীকে সমস্ত খবরাখবর সম্পর্কে, তপশীলি জাতি/উপজাতি (প্রতিরোধ বর্বর দুষ্কার্য্য, নৃশংসতা, দারুণ নিষ্ঠুরতা) অধিনিয়ম ১৯৮৯ অন্তর্গত অপরাধের ঘটনা ঘটার।

৩. যে কোনও তথ্য/সংবাদ, কোনও অপরাধ সম্পাদন সম্পর্কে, তপশীলি জাতি/উপজাতি (বর্ব্বর দুষ্কার্য্য, নৃশংসতা, দারুণ নিষ্ঠুরতা) অধিনিয়ম ১৯৮৯ অন্তর্গত, তৎক্ষনাৎ সংবাদ প্রেরণ করিবে পুলিশ ফাঁড়ির সম্বন্ধিত ভারপ্রাপ্ত অধিকারীর প্রতি।

৪. নিজ এখতিয়ার ভুক্ত এলাকার তপশীলি জাতি/উপজাতি সম্প্রদায় ভুক্ত জনগণকে অবহিত করিবে, তাঁহাদের অধিকার সংরক্ষণ সম্বন্ধে যাহা সরবরাহ করা যায় তাহার প্রতি; তপশীলি জাতি/উপজাতি (বর্ব্বর দুষ্কার্য্য, নৃশংসতা, দারুণ নিষ্ঠুরতা) অধিনিয়ম ১৯৮৯ অন্তর্গত।

অকর্ত্তব্য (করিবে না)

১. করিবে না প্রভেদ যে কোনও নাগরিককে, তাঁহার (স্ত্রী বা পুরুষ) জাত-পাতের উপর ভিত্তি করে (অনুচ্ছেদ-১৫; ভারতের সংবিধান)

২. করিবে না আরোপ, কোনও হ্রাস করা বা হানি করা আচরণ;

যে কোনও ব্যক্তির উপর; জিম্মা, কয়েদ বা হাজতে রাখা হইয়াছে, বিশেষ করে যাহারা তপশীলি জাতি/উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত। (অনুচ্ছেদ-২১; ভারতের সংবিধান)

৩. করিবে না অনুমোদন/মানিয়া লওয়া, যে কোনও ব্যক্তির অগ্রসর হইতে এবং অভ্যাস করিতে অস্পৃশ্যতা (অনুচ্ছেদ-১৭; ভারতের সংবিধান)

❖❖❖

অধ্যায় (পরিচ্ছেদ) ৬
সংরক্ষণ বরিষ্ঠ নাগরিকের অধিকারের

বার্দ্ধক্যতা হইতেছে একটা প্রাকৃতিক পদ্ধতি, যাহা অতি-আবশ্যিক কারণে ঘটে মানুষের জীবন প্রবাহে। ইহা, ইহার সহিত বহন করিয়া আনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার নিমন্ত্রণ কর্ত্তাকে বয়স্কদের জীবনে বিশেষকরে মনুষ্য দেহের ইন্দ্রিয়/অঙ্গ এর ক্ষয়-প্রাপ্ত কার্য্যকলাপ ক্ষমতার। সমস্ত নাগরিকের বিশেষ করে পুলিশ-বাহিনীর লোকদের একটা বিবেকপ্রসূত কৃতজ্ঞতা থাকিবে, বরিষ্ঠ নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করিতে (৬০ বছর বয়সের উপর)।

কর্ত্তব্য (করিবে)

১. ইহা হইতেছে সন্তান-সন্ততির কর্ত্তব্য তাহাদের বৃদ্ধ পিতা-মাতার ভরন-পোষণ এর ব্যবস্থা করা ; যদি তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের ভরন-পোষণের ব্যবস্থা করিতে পারিতেছেন না। [অধ্যায়/পরিচ্ছেদ ১২৫ সি আর পি সি]

২. এতদৃষ্টে, তাঁহাদের মর্মে যেন আঘাত করা না হয় (আঘাত

৬. রাষ্ট্রীয় পরিণামদর্শিতা/নীতি, বরিষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য, স্বীকার করে, ৬০ বছর বয়স এবং তাহার উপর একজন বরিষ্ঠ নাগরিক হিসাবে।

প্রাপ্ত না হয়) এইরূপ নিয়মিত পরস্পর এর সহিত বার্ত্তালাপ/আলোচনা-ক্রিয়া করিবে, বরিষ্ঠ নাগরিকদের সহিত নিজ এলাকায় বা গুপ্তস্থানে।

৩. অতি কঠিনতার সহিতও এড়ানো যায় না এমন বরিষ্ঠ-নাগরিকের গ্রেফতার-ঘটনার পূর্ব্বাহ্ণে যথাযথ সৌজন্য প্রসারিত করিবে এবং তাঁহার (স্ত্রী/পুরুষ) এক রোগ-চিকিৎসা জনিত পরীক্ষা করাইবে যত শীঘ্র সম্ভব।

৪. দিবে যথাযথ সম্মান যখনই একজন বরিষ্ঠ নাগরিক থানা/ফাঁড়িতে আসে, এবং তাঁহার সমস্যার প্রতি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মনোনিবেশ করিবে।

অকর্ত্তব্য (করিবে না)

১. করিবেনা গ্রেফতার অথবা বিলম্বিত, একজন বরিষ্ঠ-নাগরিককে যদি না ইহা শর্তহীন ভাবে অথবা পুরাদস্তুর প্রয়োজন হয়।

২. করিবেনা ব্যবহার খারাপভাবে অথবা হইবে না কর্কশ/রূঢ় একজন বরিষ্ঠ নাগরিকের প্রতি, যাহাকে আইন-শৃঙ্খলা সমস্যার দরুণ আটকানো হইয়াছে।

❖❖❖

অধ্যায় (পরিচ্ছেদ) ৭
সংরক্ষণ সংখ্যালঘুর অধিকারের

সংখ্যালঘুদের সম্বন্ধে বিধানিক প্রতিবিধানের ব্যবস্থা গণতন্ত্রের ধারণার এবং ধর্ম্মীয় শাসন হইতে মুক্ত থাকার উপর ভিত্তি করে আছে। ধর্ম্মীয় কারণে পার্থক্য করা নিষেধ, অনুসার, অনুচ্ছেদ ১৪, ১৫ এবং ১৬ আমাদের সংবিধানের। আরও সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৯ এবং ৩০, সংখ্যালঘুদের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার এর সততা পরায়ণ আচরণ করে।

কর্ত্তব্য (করিবে)

১. সংখ্যালঘুদের ব্যাপার-সেপারে অতি সাবধানতার ও সুক্ষ্ম অনুভূতিশীলতার সহিত সততাপরায়ণ আচরণ করিবেন।

২. প্রার্থনা গৃহগুলিতে নিয়মিত পরিদর্শন করিবেন ; নজর রাখিবেন দুষ্কৃতি/অপকর্ম্ম সংগঠক কারীদের দ্বারা সম্প্রদায়িক উষ্মতা সৃষ্টি করা হইতে বিরত এর প্রতি।

৩. অতিরিক্ত পর্য্যবেক্ষণশীল হইবেন উৎসব-পর্ব কালে এবং

৭. এই অধ্যায়/পরিচ্ছেদ কেবলমাত্র ধর্ম্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধিত

প্রতিরোধকমূলক ব্যবস্থা লইবেন সাম্প্রদায়িক অনুভূতিশীল এলাকায়।

৪. ধর্ম্মীয় স্থান ও ধর্ম্মীয় গৃহগুলিতে বা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান/প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিদর্শনকালে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করিবেন, তাঁহাদের অনুভূতি এবং ধর্ম্মীয় আচার ব্যবহার এর প্রতি।

৫. নিয়মিত সান্নিধ্য রাখিবেন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভিতর প্রভাবান্বিত ব্যক্তিদের সহিত। তাঁহাদের সমর্থন যেন লঘুহস্ত হয়, সংঘাত-জনক পরিবেশ কালে।

৬. নিশ্চিত করিবেন জনতার স্বাধীনতা, যে কোনও ধর্ম্ম এর ক্রিয়া-কার্য্য সম্পাদন করিতে এবং প্রকাশ্য বা দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করিতে। [অনুচ্ছেদ ২৫(১), ভারতের সংবিধান]

৭. হইবেন সৌজন্যবিশিষ্ট, সকল সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিদের প্রতি।

অকর্ত্তব্য (করিবে না)

১. কোনও পক্ষপাতিত্ব দেখাইবেন না, যখন কোনও ধর্ম্মীয় সম্প্রদায়ের সম্পর্কিত কোনও ব্যবস্থাপনার ব্যবহার করিবেন।

২. কোনও প্রভেদ বা পার্থক্য আনিবেন না কোন নাগরিকের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম সম্পর্কিত কারণে [অনুচ্ছেদ ১৫(১),(২), ভারতের সংবিধান]

৩. করিবে না, অবহেলা অথবা বিলম্ব কোনও প্রক্রিয়ার ধর্ম্ম সম্পর্কিত প্রবহন-এর সংবাদ বা অভিযোগ এর।

অধ্যায় (পরিচ্ছেদ) ৮
কষ্টকৃত/চুক্তিবদ্ধ বা শর্তাবদ্ধ শ্রমিক এবং কূটনীতি বা পুলিশগিরি

অনুচ্ছেদ ২৩, ভারতের সংবিধান, নিষিদ্ধ করে ভিক্ষাগিরি এবং সদৃশরূপের অস্বাভাবিক শ্রমজীবি (শ্রমজীবিকা)। কষ্টকৃত শ্রমজীবি পদ্ধতি (বিলোপপ্রাপ্ত) কানুন ১৯৭৬, কষ্টকৃত শ্রমিকদের সনাক্তকরণ ও মুক্তকরণ এবং মুক্ত কষ্টকৃত শ্রমিকদের পুনর্বাসন সম্বন্ধিত রাজ্য সরকারের সরাসরি দায়িত্ব।

কর্ত্তব্য (করিবে)

১. নিজ নিজ এলাকায় সতর্কপ্রহরারত রহিবেন, কষ্টকৃত/শর্তাবদ্ধ শ্রমিক বা শ্রমজীবি ব্যবহার সম্পর্কে এবং কষ্টকৃত ও অস্বাভাবিক শ্রমিক/শ্রমজীবি সম্পর্কে কোনও অভিযোগ বা নালিশ থাকিলে তাহা বিশেষ তৎপরতার সহিত জ্ঞাত করাইবেন, জিলার কর্ত্তৃপক্ষকে।

২. জিলা কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করিবেন, কার্য্যস্থল থেকে মুক্তকরা শ্রমিকদের খালি করিতে।

৩. যথোপযুক্ত ব্যবস্থা লইবেন (বিভিন্ন কানুন অনুসারে) যদি শ্রমিকগণ সমাজের পিছিয়ে পড়া/দুর্ব্বল শ্রেণীর হয়। যেমন শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক, মহিলা, সংখ্যালঘু এবং তপশীলি জাতি/উপজাতি ভুক্ত।

অকর্ত্তব্য (করিবে না)

১. করিবেন না মুক্ত কর্ম্মে নিযুক্তকারীদের, যথাযথ অনুসন্ধান ব্যতিরকে কার্য্যকরী শাসনকর্ত্তা দ্বারা, কষ্টকৃত/চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক ব্যবস্থা পদ্ধতি (বিলোপপ্রাপ্ত) কানুন ১৯৭৬ দ্বারা প্রতিবিধানের অধীন।

২. নিজেকে জড়িত করিবেন না কোনও অর্থনৈতিক মীমাংসার ব্যাপারে।

৩. করিবেন না বিচার্য্য-জনক মন্তব্য অনুসন্ধান চলাকালীন

সময়ে, কষ্টকৃত/চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক এর অস্তিত্ব এর ব্যাপারে।

৪. ব্যবহার করিবেন না উদ্ধতভাবে, ক্ষুব্ধ শ্রমিকদের সম্মুখে।

❖❖❖

অধ্যায় (পরিচ্ছেদ) ৯
অপ্রত্যাশিতভাবে সম্মুখীন হওয়া

পুলিশ দ্বারা শক্তি প্রয়োগের ক্রিয়া-কলাপ প্রসঙ্গে ''এক অপ্রত্যাশিতভাবে সম্মুখীন হওয়া'' হইতেছে ; সাধারণভাবে সম্বন্ধিত (প্রাসঙ্গিক) একটা পরিস্থিতির প্রতি, যখন পুলিশ মারাত্মক প্রাণনাশক-রূপ বলপ্রয়োগ করে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার দ্বারা, সশস্ত্র আক্রমণাত্মক অপরাধীর বিরুদ্ধে। এইরূপ পরিস্থিতিতে পুলিশ বাহিনী দ্বারা বলপ্রয়োগ সচরাচর ভাবে অবলম্বন করা হয় নিজ প্রতিরক্ষায় (আত্মরক্ষায়)।

কর্ত্তব্য (করিবে)

১. যখনই সশস্ত্র অপরাধী/ন্যায়নীতি লঙ্ঘনকারীর সম্মুখীন হইবেন, তাঁহাদের প্রথমেই অভিযুক্ত করিবেন এবং আত্মসমর্পণ করিতে বলিবেন।

২. বলপ্রয়োগ করিবেন আত্মরক্ষায় কেবলমাত্র নিজের এবং অন্যান্যদের রক্ষা করিতে প্রচণ্ড আক্রমণকারী অপরাধীর কার্য্যকলাপ

হইতে, যাহার কার্য্যকলাপ যুক্তিযুক্ত ভাবে কারণ হইবে অনুমান করিবার অন্যান্যদের হত্যা এবং প্রচণ্ড দুঃখজনক আঘাতের। (অনুচ্ছেদ ৯৭, আই. পি. সি.)

৩. আত্মরক্ষায় বলপ্রয়োগ শুরু করিবেন তখনই ; যখনই অনুমান করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ থাকিবে যে দেহের (শরীরের) প্রতি বিপদাত্মক কার্য্যকলাপ হইতে উদ্ভুত অথবা দাঙ্গাকারী আক্রমণাত্মক অপরাধীর দ্বারা ভীতি প্রদর্শন করা হয় এমন কার্য্যকলাপ হইতে বিপদের যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। পরন্তু আত্মরক্ষায় বলপ্রয়োগ চালু রাখা উচিত হবে ততক্ষণই, যতক্ষণ বিপদাত্মক কার্য্যকলাপ চালু থাকার সময়কাল হিসাবে অনুমান করা হইবে। (অনুচ্ছেদ-১০২, আই. পি. সি.)।

৪. আত্মরক্ষায় বলপ্রয়োগ করিবেন ঐ পরিমাণে, যাহা মৃত্যুর কারণ হইতে পারে অথবা কোনও ক্ষতি করিতে পারে আক্রমনাত্মক অপরাধীর; কেবলমাত্র যদি একটা আক্রমণ তাঁহাদের দ্বারা যুক্তিযুক্ত ভাবে কারণ হইতে পারে মৃত্যু অথবা দুঃখজনক আঘাতের নিজের প্রতি ও অন্যান্যদের প্রতি। (অনুচ্ছেদ ১০০, আই. পি. সি.)

অকর্ত্তব্য (করিবে না)

১. বন্দুক আদি দাগানো অবলম্বন করিবেন না; অপরাধীর/আইনভঙ্গকারীর/দাঙ্গাকারীর উপর, কেবলমাত্র তাঁহাদের অস্ত্রশস্ত্রের সহিত দেখিয়া।

২. অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ করিবেন না। প্রয়োগ-বল এর রকম এবং পরিমাণ হওয়া উচিত হইবে সমানুপাত অনুসারে; রকম এবং পরিমাণ বল প্রয়োগ করা হইতেছে আক্রমণকারী অপরাধী/দাঙ্গাকারীদের দ্বারা।

৩. প্রয়োগ করিবেন না এমন বল যাহা আরও বেশী ক্ষতি আরোপ করিবে আক্রমণকারী অপরাধী/দাঙ্গাকারী আইনভঙ্গকারীদের উপর যাহা নিজ এবং অন্যান্যদের আত্মরক্ষা করিবার প্রয়োজনের তুলনায় বেশী (অনুচ্ছেদ ৯৯, আই পি. সি.)।

অধ্যায় (পরিচ্ছেদ) ১০
সন্ত্রাসবাদ/আতঙ্কবাদ/এবং পুলিশগিরি

সন্ত্রাসবাদ/আতঙ্কবাদ হইতেছে এক চূড়ান্ত আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাহার জন্য প্রয়োজন হয় প্ররোচিত পরিস্থিতিতে পুলিশ তরফ থেকে এক ভারসাম্য প্রতিক্রিয়া। সন্ত্রাসবাদ দমনকরণে পুলিশ ক্রিয়াকলাপে জড়িত থাকে এমন ক্রিয়াকলাপ যেমন সন্ত্রাসবাদী ঘটনাসমূহের অনুসন্ধান, অঞ্চল ঘিরে চলাচল যাতায়াত বন্ধ করে দেওয়া, সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেফতার করিবার জন্য সন্ধান প্রক্রিয়া,আর. ও. পি (রাস্তা বাঁধা মুক্ত করা দল) কার্য্যকলাপ ইত্যাদি অসামরিক নাগরিকদের সন্ধান/তিড়িং তিড়িং, বিরত করিয়া যাচাই করা (নাকা) কার্য্যকলাপ ইত্যাদি।

কর্ত্তব্য (করিবে)

১. আঞ্চলিক লোকজনদের সহিত সদ্ভাব রাখিবেন। ইহা সন্ত্রাসবাদী ও তাহাদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে খবরাখবর পাইতে সাহায্য করিবে। আঞ্চলিক লোকদের সহিত সদ্ভাব আরও সাহায্য করিবে সন্ত্রাসবাদী (সন্ত্রাসবাদী) প্রভাবান্বিত এলাকায় পুলিশের কার্য্যকলাপ এর দরুণ প্রায়শই উদ্ভুত হওয়া উদ্বায়ী আইন শৃঙ্খলা

পরিস্থিতিকে তরল করিয়া দিতে।

২. যখন সন্দেহ জনক গৃহের তল্লাসী চালাবেন, উচিত হবে, সাথে আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের রাখার, তাঁহাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করিতে।

৩. যখন সাধারণের স্থানে দেহের তল্লাসী চালাবেন পৌর নাগরিকদের সহিত সৌজন্য পূর্ণ ব্যবহার করিবেন।

৪. নিশ্চিত করিবেন মহিলাদের তল্লাসী কেবলমাত্র মহিলা পুলিশ কর্ম্মী দ্বারা শালীনতার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে যেন করা হয়।

৫. তল্লাসী প্রক্রিয়ার সময় অথবা বিরত করিয়া যাচাই করিবার প্রক্রিয়ার সময় মহিলাদের সহিত বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে ব্যবহার করিবেন।

৬. বৃদ্ধ ব্যক্তিদের এবং শিশু/অপ্রাপ্ত বয়স্কদের সঙ্গে সহানুভূতির সহিত ব্যবহার করিবেন।

৭. গ্রেফতার করা উগ্রবাদীদের অধিকার একই রূপে পর্য্যবেক্ষিত হইবে যেমন করা হয় অন্যান্য অপরাধী/আইন

ভঙ্গকারীদের ক্ষেত্রে।

৮. সশস্ত্র উগ্রবাদীদের বিবাদ করিতে আহ্বান করিবেন এবং তাঁহাদের আত্মসমর্পন করিতে বলিবেন তাঁহাদের বিরুদ্ধে কোনও প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে। বলপ্রয়োগ করা শুরু করিবেন আত্মরক্ষার্থে যখন যুক্তিপূর্ণ অনুমান/উপলব্ধি থাকিবে নিজের প্রতি ও অন্যান্যদের মৃত্যু অথবা দুঃখজনক আঘাতের।

৯. পদক্ষেপ লইবেন, হ্রাস করিবার/করিতে সমান্তরাল ক্ষয়ক্ষতির, পৌর নাগরিক/অসামরিক ব্যক্তিদের প্রতি এবং তাঁহাদের সহায়-সম্বল সম্পত্তির, পুলিশ রণ/ক্রিয়াকলাপ চলাকালীন সময়ে।

অকর্ত্তব্য (করিবে না)

১. পৌর নাগরিক/অসামরিক ব্যক্তিদের ব্যবহার করিবেন না বর্ম/ঢাল হিসাবে, সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে অপ্রত্যাশিত ভাবে সম্মুখীন হওয়া/তল্লাসী প্রক্রিয়া চালাইবার সময়ে।

২. গ্রেফতারিত সন্ত্রাসবাদীদের নিকট হইতে খবরাখবর আদায় করিতে তাঁহার প্রতি শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার করিবেন না।

৩. সন্ত্রাসবাদী বা তদ্রূপ সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে বে-আইনী কারাবাসে রাখিবেন না।

৪. সন্ত্রাসবাদী ঘটনা ঘটিয়া যাওয়ার পর অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখাইবেন না।

৫. ঘটনাস্থলের চারিপাশের পৌরনাগরিক/অসামরিক ব্যক্তিদের অযথা হয়রানি করিবেন না।

৬. সড়ক মুক্তকরা অথবা তল্লাসী প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে আঞ্চলিক লোকজনদের কাছ হইতে কোনও খাদ্য বা অন্য কিছু সুবিধা ইত্যাদি চাহিবে না।

❖❖❖

অনুবাদকঃ-
নিরঞ্জন সাহা
এডভোকেট

Bangali:Layout 1 02/11/11 2:51 PM Page 42

জাতীয় মানব অধিকার কমিশন
ফরিদকোট হাউস, কপারনিকাস মার্গ
নতুন দিল্লী-১১০ ০০১
Tel.: 011-23385368 Fax: 011-23384863
E-mail: covdnhrc@nic.in Website: www.nhrc.nic.in